যে শিঙাটি বাঘ তাড়িয়েছিল

মূল রচনা ঃ পাউলো কোয়েলহো

ভাষান্তর ঃ রতন শিকদার

এক গ্রামে একজন লোক এল একটা অদ্ভুত শিঙা নিয়ে। শিঙাটা লাল-হলুদ কাপড়ের টুকরো, কাচের পুঁতি আর জন্তুজানোয়ারের হাড় দিয়ে সাজানো ছিল। লোকটা বলল, এই শিঙাটা বাঘ তাড়াতে পারে। আজ থেকে রোজ সকালে সামান্য টাকার বিনিময়ে আমি এই শিঙাটা বাজাব আর সেই ভয়ংকর প্রাণীটা কখনও তোমাদের খেতে পারবে না।

বন্য প্রাণীর আক্রমণের ভয়ে ভীত হয়ে, গ্রামবাসীরা আগন্তুক যা চাইল তা দিতে রাজি হয়ে গেল। অনেক বছর কেটে গেল, শিঙার মালিক বড়োলোক হয়ে গেল এবং নিজের একটা দারুণ দুর্গ বানিয়ে ফেলল, একদিন সকালে একটা ছেলে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। সে জানতে চাইল কে ওই দুর্গের মালিক। সব কাহিনি শুনবার পর সে ঠিক করল লোকটার কাছে যাবে আর তার সাথে কথা বলবে।

ছেলেটা বলল, আমি শুনলাম তোমার কাছে একটা শিঙা আছে যা নাকি বাঘ তাড়াতে পারে। কিন্তু এ দেশে তো কোনও বাঘই নেই।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে সব গ্রামবাসীকে ডেকে এক জায়গায় করে ছেলেটাকে বলল আবার ওই কথাটা বলতে।

ছেলেটার বলা শেষ হতেই লোকটা চিৎকার করে উঠলো, তোমরা শুনলে ওর কথা? শিঙার ক্ষমতা যে অস্বীকার করবার নয় তার প্রমাণ তোমরা পেলে।

যেখানে বানর তার হাত রাখে

মূল রচনা ঃ পাউলো কোয়েলহো

ভাষান্তর ঃ রতন শিকদার

এক বন্ধুকে আমি বললাম, প্রবাদটা কেমন অদ্ভুত, 'একটা বুড়ো বানর কখনও পাত্রের মধ্যে তার হাত ঢোকায় না।' সে উত্তর দিল, কিন্তু এর নিজস্ব যুক্তি আছে। ভারতে শিকারিরা নারকেলের মধ্যে একটা ছোট ফুটো করে। তার মধ্যে একটা কলা রেখে পুরোটা ঢেকে দেয়। বানরসেটা খুঁজে বের করে, তার হাতটা ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে কলাটাকে মুঠো করে ধরে। কিন্তু তারপর সেটাকে বাইরে আনতে পারে না, কারণ তার মুঠো বন্ধ হাত ফুটোর চাইতে বড়। কলাটাকে ছেড়ে দেবার বদলে অসম্ভবটাকে সম্ভব করার জন্য সেখানে জবরদস্ত চেষ্টা চালিয়ে যায় আর ধরা পড়ে।

আমাদের নিজেদের জীবনেও একই ঘটনা ঘটে। একটা বিশেষ জিনিস পাবার প্রয়োজনে - প্রায়শঃই যা খুব ছোট এবং অদরকারী- সেই প্রয়োজনে বন্দী হয়েই জীবন শেষ হয়ে যায়।